

দানযিলেৰে বই - নম্বৰ একশ তইশ

দানযিলে ১১:৪০-এৰ ভবষ্টিযদ্বাণীমূলক তাৎপৰ্যৰে উন্মোচন

Jeff Pippenger

2024-03-08

দানযিলে পুস্তকৰে একাদশ অধ্যায়ৰে চল্লিশ নম্বৰ পদটী ঈশ্বৰৰে বাক্যৰে অন্যতম অত্যন্ত গভীৰ পদ; যমেন দানযিলে পুস্তকৰে অষ্টম অধ্যায়ৰে চতুৰ্দশ পদও। চল্লিশ নম্বৰ পদটীৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে হৃদিকেলে নদী, এবং উলাই নদী প্ৰতিনিধিত্ব কৰে দানযিলে পুস্তকৰে অষ্টম অধ্যায়ৰে চতুৰ্দশ পদকে।

চল্লিশ নম্বৰ পদটী 'আৰ অন্তৰে কাল,' এই কথাগুলি দিয়ে শুরু হয়, ফলে এটি স্পষ্টভাবে চহ্নিতি কৰে যে সেই পদটীৰ সূচনাবিন্দু ১৭৯৮ সাল। পদৰে একান্নটী শব্দ ১৯৮৯ সালে সলিমোহৰ খোলা হয়ছিলি, যখন বোঝা যায় যে সেগেলি তখনকার সোভিয়েতে ইউনিয়নৰে পতনকে নিৰ্দেশে কৰছে। পদৰে সেই একান্নটী শব্দ ১৭৯৮ সালৰে 'অন্তৰে সময়' এবং তারপর ১৯৮৯ সালৰে আৰকে 'অন্তৰে সময়'—উভয়কেই উপস্থাপন কৰে। আলফা ও ওমেগো দেখতে ও শুনতে ইচ্ছুক সকলৰে জন্য সেই পদে তাঁৰ স্বাক্ষৰে ৰখেছেন। প্ৰথম ও তৃতীয় উভয় স্বৰ্গদূতৰে আন্দোলনৰে অন্তৰে সময় ওই এক পদেই উপস্থাপতি হয়ছে।

নম্নিলখিতি পদটী নিৰ্দেশে কৰে যে, উত্তৰেৰে রাজা হসিবে উপস্থাপতি পোপতন্ত্ৰ, যুক্তরাষ্ট্ৰৰে শীঘ্ৰ আগত ৰবিৰ আইনৰে সময়, গৌৰবময় ভূমি হসিবে উপস্থাপতি যুক্তরাষ্ট্ৰকে জয় কৰবে। অতএব, যদগি চল্লিশতম পদৰে ভাষ্য ১৭৯৮ সালৰে 'সমাপ্তিৰ সময়'কে শুরু বিন্দু এবং ১৯৮৯ সালৰে 'সমাপ্তিৰ সময়'কে শেষে বিন্দু হসিবে চহ্নিতি কৰে, বাস্তবে চল্লিশতম পদে উপস্থাপতি ভাববাদী ইতিহাস একচল্লিশতম পদ পৰ্যন্ত শেষে হয় না, যখন উত্তৰেৰে রাজা গৌৰবময় ভূমিকে জয় কৰে। এর অৰ্থ, ১৯৮৯ সালে সোভিয়েতে ইউনিয়নৰে পতন থেকে একচল্লিশতম পদৰে শীঘ্ৰ আগত ৰবিৰ আইন পৰ্যন্ত যে ইতিহাস, তা প্ৰসেডিনেট রোনাল্ড রোগান থেকে শুরু কৰে সেই আসন্ন ৰবিৰ আইন পৰ্যন্ত যুক্তরাষ্ট্ৰৰে ইতিহাসকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। সেই ইতিহাসৰে মধ্য ২০০১ সালৰে ১১ সেপ্টেম্বৰ এবং সংখান থেকে প্ৰকাশিত বাক্যৰে একাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত মহাভূমিকম্পৰে সময় পৰ্যন্ত ঘটনাবলীও অন্তৰ্ভুক্ত।

যখন পদটী প্ৰথমে উন্মোচিত হয়ছিলি, তখন এই সত্যৰে বৰিদ্ধে একটা আপত্তি তোলা হয়ছিলি যে, 'পপিনেজাৰে দাবি—যে পদটী ১৭৯৮ সাল থেকে ৰবিৰ আইন পৰ্যন্ত ইতিহাসকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে—একটা অযৌক্তিক দাবি, কারণ বাইবেলৰে কোনে পদই এত দীৰ্ঘ সময়ৰে ইতিহাসকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে না।' আমরা আগে ভাবনি যে একটা মাত্ৰ পদৰে মধ্য বোঝানো সময়সীমাৰ কোনে নিৰ্দেশিত সীমা আছে কনি, কিন্তু আমরা সঙ্গে সঙ্গেই মনে কৰলাম যে প্ৰকাশিত বাক্য গ্ৰন্থৰে ত্ৰয়োদশ অধ্যায়ৰে একাদশ পদ একই ইতিহাসকে চহ্নিতি কৰে, এবং সটেকৰে একটমাত্ৰ পদেই। পৃথিবী থেকে ওঠা জন্তুর ইতিহাস ১৭৯৮ সালে শুরু হয়ছিলি, এবং সেই জন্তুর ড্ৰাগনৰে মতো কথা বলা শীঘ্ৰ আগত ৰবিৰ আইনেই পূৰ্ণতা পাবে।

আৰ যখন পাপাসরি শক্তি হিৰণ কৰা হলো এবং তাকে উৎপীড়ন থেকে বৰিত হতে বাধ্য কৰা হলো, তখন যোহন দেখলেন যে একটা নতুন শক্তি উঠে আসছে ড্ৰাগনৰে কণ্ঠ

প্রতীকিত করত। এবং একই নথির ও নিন্দাজনক কাজকে এগিয়ে নতি। এই শক্তি, যা ঈশ্বরকে মণ্ডলী ও ঈশ্বরকে আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এমন শেষে শক্তি, সটেকে মেষাবকরে মতো শিঙালা এক জন্তুর দ্বারা প্রতীকায়িত করা হযছিল। Signs of the Times, ১ নভেম্বর, ১৮৯৯।

যদি কটে বিষয়টি প্রযুক্তগতভাবে ধরতে চান, তবে চল্লিশ নম্বর পদে ১৭৯৮ সালের ইতিহাসের অংশটি রয়েছে, যা একচল্লিশ নম্বর পদ পর্যন্ত গিয়েছে, এবং একচল্লিশ নম্বর পদেই রবিবারের আইন শনাক্ত করা হয়েছে; তাই প্রকাশিত বাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সেই একটমাত্র পদের মতো নয়—চল্লিশ নম্বর পদ আসলে একটু সংক্ষিপ্ত, কারণ রবিবারের আইনটি পরের পদে রয়েছে; কিন্তু প্রকাশিত বাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১৭৯৮ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত সবকিছু এক পদের মধ্যেই আছে। সিস্টার হোয়াইট আমাদের জানান, দানয়িলের পুস্তকে যে “একই ভবিষ্যদ্বাণীর ধারা” আছে, তা প্রকাশিত বাক্যের পুস্তকে গ্রহণ করা হয়েছে; এবং আপনি যদি “লাইন-পর-লাইন” নীতিটি প্রয়োগ করতে চান, তবে প্রকাশিত বাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়, একাদশ পদটি সহজেই চল্লিশ নম্বর পদের সঙ্গে সরাসরি মিলে যায়।

যখন আপনি ‘পঙ্কতির পর পঙ্কতি’ নীতি প্রয়োগ করেন, আপনি দেখেন যে প্রকাশিত বাক্য তরোর ‘পৃথিবীর পশু’ (যুক্তরাষ্ট্রের)—যাকে পদ চল্লিশে ‘রথ, জাহাজ ও অশ্বারোহী’ দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে—১৭৯৮ সালে দুই শিঙুক মেষাবকরে মতো পশু থেকে শিঙুর আগত রবিবারের আইনে ডরাগনের মতো কথা বলা পশুতে পরিবর্তিত হয়, এবং আরও যে মেষাবকরে মতো সেই পশুটির দুটি শিঙু রয়েছে।

চল্লিশ নম্বর পদটি সেই প্রতীকিত সত্তার বছরকো নির্দেশ করে যখন টাইরের বশ্যাকে ভুলে যাওয়া হয়; কারণ প্রতীকিত এই সত্তার বছর এক রাজার দিনের মতো, এবং রাজা মানই একটা রাজ্য। চল্লিশ নম্বর পদের উপর ভিত্তি করে এবং প্রকাশিত বাক্যের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ধারায়, ইসায়া তেইশ অধ্যায়ের প্রতীকিত সত্তার বছরকাল ধরে যে বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর রাজ্য শাসন করে, তা হলো ভূ-পশু, যার শক্তির দুটি শিঙু আছে। ভূ-পশু শুরুতে শক্তির দুটি শিঙু নিয়ে উপস্থিত হয়, যা প্রজাতন্ত্রবাদ ও প্রোটেস্ট্যান্টবাদকে প্রতিনিধিত্ব করে; কিন্তু চল্লিশ নম্বর পদের ইতিহাস যখন একচল্লিশ নম্বর পদের পরিপূর্ণতার দিকে এগোয়, তখন তার দুটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শক্তি “জাহাজ” (অর্থনৈতিক ক্ষমতা) এবং “রথ ও অশ্বারোহী” (সামরিক শক্তি) হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ইশাইয়ার তেইশতম অধ্যায়ের সত্তারটি প্রতীকিত বছরের সময়ে, চল্লিশতম পদে যিনি “উত্তরের রাজা”, সেই টাইরের বশ্যা বস্মিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই সত্তারটি প্রতীকিত বছরের শেষে সে আবারও পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে ব্যভিচার করবে, যেনটি সোভিয়েতে ইউনিয়নের পতনের পূর্ববর্তী ইতিহাসে ঘটছিল, যখন সকল ইতিহাসবাদি নিশ্চিত করেন যে রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রগান সোভিয়েতে ইউনিয়নকে পতন ঘটানোর উদ্দেশ্যে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর খ্রীষ্টবিরোধীর সঙ্গে একটা গোপন জোট স্থাপন করছিলেন। ১৯৮৯-এর আগের সময়ে রগান ইতিমধ্যেই “পাপের মানুষ”-এর সঙ্গে এক গোপন অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছিলেন, ফলে নেবুখদনৎসরের সঙ্গে গীতশলিপিরা সেই সুরটির অনুশীলন শুরু করল, যা সেই বস্মিত বশ্যা গাইতে শুরু করছিল। সেই ইতিহাসই জন পল দ্বিতীয়ের নজরিবহীন বশিব্যাপী ধর্মসবো ছিল সেই “গান-নাচ”-এর সূচনা, যার ফলে “সমস্ত পৃথিবী” “পশুর” পশ্চাতে বস্মিয়ে অনুসরণ করল।

পদ চল্লিশ লাওদকীয় অ্যাডভেন্টবাদরে ইতহিসও তুলে ধরে; এটি ১৭৯৮ সালে সার্দসি হসিবে শুরু হয়, তারপর সার্দসি যারা ছলি তারা উন্মোচতি আলো গ্রহণ করে, এবং ফলিদলেফীয় আন্দোলন সার্দসি থেকে বরেযি আসে। যখন ফলিদলেফীয় আন্দোলন ১৮৫৬ সালের আলো প্রত্যাখ্যান করে, তখন তারা ১৮৬৩ সালে একটি আন্দোলন থেকে লাওদকীয় মণ্ডলীতে রূপান্তরতি হয়। অতএব সেই মণ্ডলী পদ একচল্লিশে—যা শীঘ্র আগত রববাররে আইন—প্রভুর মুখ থেকে উগরে দেওয়া হওয়ার জন্ম নরিধারতি। পদ চল্লিশ কবেল যুক্তরাষ্ট্ররে ইতহিসই নয়, লাওদকীয় অ্যাডভেন্টবাদরে ইতহিসও তুলে ধরে।

লাওদকীয় অ্যাডভেন্টবাদকে তার ভিত্তিও শক্তি হসিবে ঈশ্বররে বাক্যরে ঐশ্বরকি আলো প্রদান করা হযেছিল, আর মার্কনি যুক্তরাষ্ট্ররে সরকারকে তার ভিত্তিও শক্তি হসিবে মার্কনি যুক্তরাষ্ট্ররে সংবধিনরে ঐশ্বরকি আলো প্রদান করা হযেছিল। তারা উভয়ই ভবষিদ্বাণীর ভাষায় ১৭৯৮ সালে শিং হসিবে সূচতি হযেছিল, এবং প্রতীকী সততর বছররে শেষে ধর্মত্যাগী রপিবলকিন শিং ও ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্ট শিং একত্রতি হযে এক শিং হবে এবং ড্রাগনরে মতো কথা বলবে।

চল্লিশতম পদরে দুইটি শিং হল সরকার এবং নরিবাচতি গরিজা; এগুলো একসাথে চলমান ভবষিদ্বাণীর দুইটি ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ এগুলোকে একটি একক জন্তুর উপর দুইটি শিং হসিবে উপস্থাপতি করা হযেছে। জন্তুটি যখনে যায়, ওই দুই শিংও সখনে যায়, এবং তারা একই ভবষিদ্বাণীমূলক ইতহিসরে মধ্যই তা করে। প্রোটেস্ট্যান্টবাদরে শিংটির দ্বিবিধি ভবষিদ্বাণীমূলক প্রকৃতি রযেছে, যা লাওদকিয়া ও ফলিদলেফিয়া দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হযেছে। রপিবলকিনবাদরে শিংটিরও দ্বিবিধি ভবষিদ্বাণীমূলক প্রকৃতি আছে, যা রপিবলকিন ও ডেমোক্রেটিক রাজনৈতিক দল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হযেছে। প্রতিটি শিংয়ে এই দ্বিবিধি প্রকৃতির দ্বিতীয়টি দানয়িলেরে অষ্টম অধ্যায় অনুসারে সবশেষে উত্থতি হয় এবং উচ্চতর হযে ওঠে।

তখন আমচোখ তুলে দেখলাম, আর দেখে, নদীর ধারে দুই শিংযুক্ত এক ভডো দাঁড়িয়ে ছলি; আর সেই দুই শিং উঁচু ছলি; কনিত্তু একটি আরকেটির চয়ে বশো উঁচু, এবং য়ে বশো উঁচু ছলি, সটোই পরে উঠল। দানয়িলে ৮:৩।

প্রতিটি শিংয়ে দ্বিবিধি বশেষিট্য খ্রিস্টরে ইতহিসসে সদূকিও ফারসিদিরে দ্বারা চিত্রতি হযেছে; এবং রপিবলকিন শিংয়ে তা লবিারলেজিম (দাসপ্রথা-পন্থী, গণতন্ত্র, ওয়োকবাদ ও গ্লোবালজিম) এবং কনজারভেটিভিজমরে (দাসপ্রথা-বরিোধী, সাংবধিনকি প্রজাতন্ত্র, ঐতহিবাদী, MAGA) সমতুল্য। প্রোটেস্ট্যান্ট শিংয়ে দ্বিবিধি বশেষিট্য ফলিদলেফিয়া ও লাওদকিয়ার সমতুল্য। দুই শিংয়ে দ্বিবিধি প্রতীকে বভিক্তরি মধ্যে নখিত সমান্তরালতা নই, কারণ অগ্রগতশীল লবিারলেজিম হোক বা রকষণশীল MAGA-বাদ—কউই রববাররে আইন প্রসঙ্গে সঠকি পক্শে দাঁড়ায় না; কারণ ফারসি ও সদূকরি করুশরে সময় একত্রতি হযেছিল; কনিত্তু শীঘ্র আগত রববাররে আইনে, যা করুশ দ্বারা প্রতীকায়তি হযেছিল, লাওদকিয়াকে প্রভুর মুখ থেকে উগরে ফলো হয়, এবং ফলিদলেফীয় শিং তখন একটি পিতাকা হসিবে উত্থোলতি হয়। তবুও, উভয় শিংয়ে দ্বিবিধি স্বভাব ফারসি ও সদূকদিরে মধ্যকার ধর্মতাত্ত্বকি বতিরক দ্বারা প্রতফিলতি হয়, এবং খ্রিস্টরে ইতহিসসে অন্যজাতদিরে প্ররেতি (পোল) পূর্বে ফারসিদিরে ফারসি ছিলনে।

পরবর্তী বৃষ্টির পদ্ধতি—‘লাইন পর লাইন’—পরয়োগ করলে চল্লিশ নম্বর পদে মহান আলো প্রকাশ পায়। প্রকাশতি বাক্যরে দ্বিতীয় থেকে আঠারোতম অধ্যায় পর্যন্ত সবই

চল্লিশি নম্বর পদরে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইশাইয়ার তইশতম অধ্যায়ে টাইররে বশেষার বশিযে যে সাক্ষ্য রয়ছে, সটেণ্ডি ওই পদরে সঙ্গে মলে। অবশ্যই, চল্লিশি নম্বর পদরে উপর আরোপ করা যায় এমন আরও কয়কেটি অংশ রয়ছে, তবে সম্ভবত চল্লিশি নম্বর পদরে 'লাইন পর লাইন' প্রয়োগের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হল চল্লিশি নম্বর পদ নজিই।

চল্লিশি নম্বর পদে 1798 সালের শেষে সময় এবং 1989 সালের শেষে সময়—উভয়ই উপস্থাপতি হয়ছে। এটি ভবিষ্যদ্বাণীর ছাত্রকে নরিদশে দয়ে যনে 1989 সালের শেষে সময়ের উপর 1798 সালের শেষে সময়টিকে বসায়। যখন তা করা হয়, চল্লিশি নম্বর পদরে ইতহাস এমন দুটি ধারা সৃষ্টি করে, যগুলো প্রত্যেকেটি 1798 সালে শুরু হয়ে একচল্লিশি নম্বর পদরে অচরিই আগত রববারের আইন পর্যন্ত চলতে থাকে। যে ধারাটি 1798 সালে শুরু হয়, তা ঈশ্বরের শেষে দিনের জনগণের অভ্যন্তরীণ বার্তাকে নরিদশে করে, আর যে ধারাটি 1989 সালে শুরু হয়, তা একই ইতহাসে ঈশ্বরের শেষে দিনের জনগণের বাহ্যিক বার্তাকে নরিদশে করে। সুতরাং চল্লিশি নম্বর পদটি নিজের ভেতরেই প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের সাতটি মণ্ডলী ও সাতটি মোহরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ভাববাদী সম্পর্কের একই প্রতীকতাকে বহন করে। আর এই ভাববাদী ঘটনাটি উপস্থাপতি হয়ছে একটমাত্র পদে, যা একান্নটি শব্দ নিয়ে গঠিত।

মলিরাইটরা সাতটি মণ্ডলী ও সাতটি মোহরের অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক বার্তাকে স্বীকার করছেলি, এবং তারা আরও স্বীকার করছেলি যে সাতটি তুরীও সতযের তৃতীয় একট ধারাকে উপস্থাপন করে, যা সাতটি মণ্ডলী ও সাতটি মোহর দ্বারা প্রতীকিত ইতহাসের একট উপাদান ছিলি। মলিয়ারে কথায়, তুরীগুলো ছিল 'স্বতন্ত্র বচারসমূহ', যা রোমের ওপর আরোপিত হয়ছেলি। মলিরাইটরা বুঝছেলি যে সাতটি তুরীতে প্রতীকিত ঈশ্বরের বচারসমূহ সাতটি মণ্ডলীর ইতহাস এবং সাতটি মোহরের সমান্তরাল ইতহাসের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলি।

চল্লিশি নম্বর পদে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ইতহাস অন্তর্ভুক্ত আছে, এবং অতএব পদ চল্লিশিই 'সপ্ত তুরী'র ভাববাদী ধারাটিও সমন্বিত হয়। প্রথম স্বর্গদূত ১৭৯৮ সালে এসছেলিনে, ১৮৪৪ সালে বচার শুরু হবো—এ কথা ঘোষণা করত। সেই বচারটি দুই ভাগে বিভক্ত: তদন্তমূলক বচার এবং কার্যকর বচার। চল্লিশি নম্বর পদরে ইতহাসই হলো তদন্তমূলক বচারের ইতহাস; আর একচল্লিশি নম্বর পদ থেকে মথিয়ালে দাঁড়ানো এবং শেষে সাতটি মহামারী ঢলে দেওয়া পর্যন্ত যে ইতহাস, তা কার্যকর বচারের ইতহাস।

কার্যনিবাহী বচার শুরু হয় যখন যুক্তরাষ্ট্রের ড্রাগনের মতো কথা বলবে।

"প্রতীকের মেষাবকসদৃশ শং এবং ড্রাগনের কণ্ঠস্বর ওইভাবে প্রতিনিধিত্ব করা জাতরি ঘোষিত আদর্শ ও বাস্তব আচরণের মধ্যে এক চোখে পড়ার মতো বৈপরীত্যের দিকে ইঙ্গিত করে। জাতরি 'কথা বলা' বলতে বোঝায় তার আইনপ্রণয়নকারী ও বচারকি কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম। এমন কার্যক্রমের মাধ্যমে সে তার নীতির ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরা উদার ও শান্তিপূর্ণ নীতিলোককে মথিয়া প্রমাণ করবে। যে ভবিষ্যদ্বাণী বলে এটি 'ড্রাগনের মতো' কথা বলবে এবং 'প্রথম জন্মের সমস্ত ক্ষমতা' প্রয়োগ করবে, তা স্পষ্টভাবেই ড্রাগন এবং চতিবাঘসদৃশ জন্মের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা জাতিলোকের মধ্যে যে অসহিষ্ণুতা ও নরিযাতনের চেতনা প্রকাশিত হয়ছেলি, তারই বকাশকে আগাম জানায়। আর দুই শংওয়লা জন্ম যে 'পৃথিবীকে এবং তাতে বসবাসকারীদেরকে প্রথম জন্মকে উপাসনা করতে বাধ্য করে'—এই উক্তিটি ইঙ্গিত করে যে এই জাতরি কর্তৃত্ব এমন এক প্রথা বা বধিান পালন বাধ্যতামূলক করতে প্রয়োগ করা হবো, যা পোপতন্ত্রের প্রতীকিত নবিদনের একটিকর্ম হবো।" মহা বতিরক, 443.

যখন যুক্তরাষ্ট্র "কথা বলে" এবং শীঘ্র আসন্ন রববারে আইন কার্যকর করে, তখন প্রকাশিত বাক্যে অষ্টাদশ অধ্যায়ে "দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর" বাবলিন থেকে নারী-পুরুষকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়ে "কথা বলে"।

আর আমি স্বর্গ থেকে আর-একটি স্বর শুনলাম, যাহা বলতিছিলি, হে আমার প্রজাগণ, তোমরা তাহার মধ্য হইতে বাহরি হইয়া আস, যনে তোমরা তাহার পাপেরে অংশীদার না হও, এবং যনে তোমরা তাহার আঘাতসমূহ গ্রহণ না কর। কারণ তাহার পাপ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, এবং ঈশ্বর তাহার অধর্মসমূহ স্মরণ করিয়াছেন। সে যমেন তোমাদগিকে প্রতফিল দিয়াছে, তোমরাও তাহাকে তদ্রূপ প্রতফিল দাও; এবং তাহার কর্ম অনুসারে তাহাকে দ্বিগুণ প্রতদিন দাও: যে পাত্রে সে পূর্ণ করিয়াছে, সেই পাত্রেই তাহার জন্ম দ্বিগুণ পূর্ণ কর। প্রকাশিত বাক্য 18:4-6।

একচল্লিশতম পদে, যখন যুক্তরাষ্ট্র কথা বলে, তখন আধুনিক বাবলিরে ত্রিবিধি পরিশেষে যারা এখনও রয়েছে, প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ে "দ্বিতীয় কণ্ঠ" উচ্চারিত হলে তাদেরকে বেরিয়ে আসতে ডাকা হয়। তখন যাদের ডেকে বের করে আনা হয়, তাদেরকে একচল্লিশতম পদে "এদোম, মোয়াব এবং আম্মোনের সন্তানদের প্রধান" হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সেই পদে, আধুনিক বাবলিরে ত্রিবিধি প্রতীকে যাদের প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, তারা উত্তর-রাজা (পোপতন্ত্র)-এর হাত থেকে পলায়ন করে। ইব্রীয় "পলায়ন" শব্দটির অর্থ ফসকে পালিয়ে যাওয়া; এবং এর অন্তরনহিত অর্থ হলো, যে পলায়ন ঘটবে, তা এমন কচ্ছির হাত থেকে যা পলায়নের পূর্বে পলায়নকারীদের বন্দিত্বে ধরে রেখেছিলি।

সেও মহিমাবতি দেশে প্রবশে করবে, এবং অনেকে [দেশ] উৎখাত হবে; কিন্তু এগুলো তার হাত থেকে রক্ষা পাবে—এদোম, মোয়াব এবং আম্মোনের সন্তানদের প্রধান অংশ। সেও দেশগুলোর উপর তার হাত প্রসারিত করবে; এবং মশিরে দেশে রক্ষা পাবে না। দানিয়েল ১১:৪১, ৪২।

পদ বয়াল্লিশে পোপতন্ত্র (উত্তরের রাজা) তার তৃতীয় ভৌগোলিক বাধা জয় করে, যখন এটি মশির অধিকার করে, যা জাতসিংঘের প্রতীক, যমেনটি হিরোদের জন্মদিনে দেখা যায়, যখন হেরোদ হেরোদয়াসের (পোপতন্ত্র) কন্যা সালোমে (যুক্তরাষ্ট্র)-এর প্রতারণাময় নৃত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এটি চিহ্নিত করে সেই সময়ে, যখন জাতসিংঘ (প্রকাশিত বাক্য সতরের "দশ রাজা"), এক ঘণ্টার জন্ম তাদের রাজ্য পশুকে দিতে সম্মত হয়। ওই এক ঘণ্টা হলো প্রকাশিত বাক্য এগারের "মহা ভূমিকম্প"-এর সময়, এবং সেই "ঘণ্টা" যখন বাবলিনের বেশ্যাকে বিচার করা হয়। পদ বয়াল্লিশে, মশির (জাতসিংঘ) "রক্ষা পাবে না।"

বয়াল্লিশ নম্বর পদে "escape" হিসেবে অনুদতি হিব্রু শব্দটি একচল্লিশ নম্বর পদের হিব্রু শব্দটির থেকে আলাদা। বয়াল্লিশ নম্বর পদে "escape" শব্দটির অর্থ "উদ্ধার না পাওয়া", কিন্তু একচল্লিশ নম্বর পদে বোঝানো হয়েছে যে, শীঘ্রই আসন্ন রববারে আইন কার্যকর হওয়ার আগে যারা পোপতন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এসেছে, তারা তখন পিচ্ছিলতার মতো ফসকে পালায়। রববারে আইন-সংকটের সময়ে পূর্বে আধুনিক বাবলিনের সহভাগিতা থাকা লোকেরা রববারে ঈশ্বরের উপাসনার দিন—এই শয়তানিধারণা গ্রহণ করে এসেছে। যখন পশুর চিহ্ন আরোপ করা হবে, তখন কটে হয় যেকোনো কারণে স্টেমিনে নতি পারে, নয়তো সত্যই এটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারে। এটিকে বিশ্বাস করা মানে কপালে সেই চিহ্ন গ্রহণ করা, আর শুধু মনে নেওয়া মানে হাতে সেই চিহ্ন গ্রহণ করা।

রববিারের আইন প্রয়োগের সময় পোপতন্ত্রের কবল থেকে যারা রক্ষা পায়, তারা ঈশ্বরকে উপাসনার দিনই নাকি সূর্যের দিন—এই শয়তানি ধারণা প্রত্যাখ্যান করে, ঠিকি তখনই যখন যুক্তরাষ্ট্র ও জাতসিংঘ রোমের বশেষা, পাপাল ক্ষমতা, উত্তরের রাজার সঙ্গে হাত মলিচ্ছো।

"যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটস্ট্যান্টরা গহ্বরে ওপার পরষন্ত হাত বাড়িয়ে আত্মবাদে হাত ধরতে সবার আগে থাকবে; তারা অতল গহ্বর পরেয়ে রোমান শক্তির সঙ্গে হাত মলোবে; এবং এই ত্রিমুখী ঐক্যের প্রভাবে, এই দেশে ববিকেরে অধিকারের উপর পদদলনের ক্ষত্রে রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।" দ্য গ্রটে কনট্রোভার্সি, ৫৮৮।

চল্লশিতম পদ নযি আমাদে ববিচেনা এগযি নেওয়ার সময় দানযিলে একাদশ অধ্যায়ের শেষে ছয়টি পদের গঠন তুলে ধরতে সময় নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরের রাজা, অর্থাৎ আধুনিকি রোম, পৃথিবীর সংহাসনে প্রতষ্টিতি হতে তনিটা ভৌগোলিকি বাধা জয় করে। পৌত্তলিকি রোম যমেন তনিটা ভৌগোলিকি বাধা জয় করছেলি, পোপীয় রোমও তমেনই করছেলি; তাই আধুনিকি রোম চল্লশিতম পদে দক্ষণিরে রাজাক (সাবেক সোভিয়েতে ইউনয়ন) জয় করে, এরপর একচল্লশিতম পদে মহমিন্‌বতি দেশকে (যুক্তরাষ্ট্র) জয় করে, এবং তারপর বয়াল্লশি ও ততোল্লশিতম পদে মশিরকে (জাতসিংঘ) জয় করে।

কনিতু সসিটার হোয়াইটেরে আগরে উদ্ধৃত যমেন নরিদশে করে, যুক্তরাষ্ট্র একই সময়ে পোপতন্ত্র ও জাতসিংঘেরে সঙ্গে হাত মলোয়। ড্রাগন, পশু ও মথিয়া নবীর ত্রবিধি ঐক্য আসন্ন রববিারের আইনে সম্পন্ন হয়, যদগি দানযিলে অধ্যায় ১১-এর ৪১ থেকে ৪৩ পদ সমসাময়িকি বজিয়সমূহকে করমানুসারে চহিনতি করে। য়ে ক্রমটি চিত্রিতি হয়ছে তা ঘটনাপ্রবাহকে উপস্থাপন করে, কনিতু এগুলো সবই আসন্ন রববিারের আইনে সম্পন্ন হয়।

সহে মুহূর্তে প্রকাশতি বাক্য আঠারো অধ্যায়ের "দ্বিতীয় কণ্ঠ" "বলে ওঠে", ঠিকি সহে জায়গাতেই যখনে যুক্তরাষ্ট্র "কথা বলে"। শয়তান যখনে ও যখন কথা বলে, ঈশ্বরও সখানহে এবং তখনই কথা বলেনে। চুয়াল্লশি নম্বর পদে, পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে আসা সংবাদ উত্তর-রাজাকে বচিলতি করে এবং চূড়ান্ত পোপীয় রক্তস্নানের সূচনা হয়। বয়াল্লশি ও ততোল্লশি নম্বর পদের মতোই, চুয়াল্লশি নম্বর পদে উল্লেখতি বিষয়টির সূত্রপাত ঘটে একচল্লশি নম্বর পদে, যখন প্রকাশতি বাক্য আঠারো অধ্যায়ের পরাক্রান্ত স্বর্গদূত তাঁর অন্যান্য পালকে বাবলি থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান জানানো শুরু করেনে।

তনি য়ে বার্তা উপস্থাপন করেনে, সটোই সহে বার্তা যা তৃতীয় 'হায়'-সংশ্লিষ্ট ইসলামকে তাঁর বচারের হাতযির এবং বাবলিরে ব্যভচারিণীর শাস্তি হিসিবে চহিনতি করে। ইসলামকে 'পূর্বদেশের খবর' হিসিবে, আর পোপতন্ত্রকে (উত্তরদেশের ছদ্ম রাজা) 'উত্তরদেশের খবর' হিসিবে উপস্থাপতি করা হয়ছে। দানযিলে ১১:৪০ পদ তদন্তমূলক বচারকে চহিনতি করে, আর ৪১ থেকে ৪৫ পদ কার্যকর বচারকে চহিনতি করে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে দানযিলে এগারোর চল্লশি নম্বর পদ নযি আমাদে আলোচনা চলয়ি যাব।

একবার নডি ইয়রুক শহরে থাকাকালে, রাতরকালে আমাকে আকাশেরে দিকে তলা ওপর তলা উঠে চলা ভবনগুলো দেখতে ডাকা হয়ছেলি। এই ভবনগুলোকে অগ্নিনিরোধক বলে গ্যারান্টি দেওয়া হয়ছেলি, এবং সগুলো নরিমতি হয়ছেলি তাদে মালিকি ও নরিমাতাদে গোরবান্‌বতি করার জনয়। আরও উঁচু, আরও উঁচু হয়ে এসব ভবন উঠতে লাগল, এবং তাতে ব্যবহৃত হচ্ছিলি সর্বাধিকি ব্যবহুল উপকরণ। যাদে এই ভবনগুলো ছিলি, তারা

নজিদেরেকে প্রশ্ন করছিলেন না: 'আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে সবচেয়ে ভালোভাবে গৌরবান্বিত করতে পারি?' প্রভু তাদের চিন্তায় ছিলেন না।

আমি ভাবলাম: 'আহা, যারা এভাবে তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করছে, তারা যদি তাদের কার্যধারাকে ঈশ্বর যমেন দখেনে তমেনা দখেনে পারত! তারা একরে পর এক দৃষ্টিনিন্দন ভবন গড়ে তুলছে, কনিতু মহাবিশ্বরে অধিপিতরি দৃষ্টিতে তাদের পরকিল্পনা ও কৌশল কতটাই না মূর্থতা। কীভাবে তারা ঈশ্বরকে মহিমাবিত করতে পারে—এ বিষয়ে তারা হৃদয় ও মনরে সমস্ত শক্তি দ্বি়ে চিন্তা করছে না। এটি—মানুষরে প্রথম কর্তব্য—তাদের দৃষ্টিথেকে সরে গেছে।'

যখন এই সুউচ্চ ভবনগুলো নরিমতি হচ্ছিল, মালকিরো উচ্চাভিলাষী গরবে উল্লসতি ছিল যেন নজিদেরে ভোগ-বলিসে এবং প্রতবিশৌদরে ঈর্ষা উদ্রকে করতে তারা অর্থ ব্যয় করতে পারে। এভাবে তারা যেন অর্থ বিনিয়োগ করত তার বড় অংশই জুলুম করে আদায়, দরদিরদরে শোষণ করে অর্জতি ছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল যেন স্বর্গে প্রতটি ব্যবসায়িক লনেদনেরে হিসাব রাখা হয়; প্রতটি অন্যায চুক্তি, প্রতটি প্রতারণামূলক কাজ সখোনে লপিবিদধ থাকে। সময় আসছে যখন প্রতারণা ও উদধততায় মানুষ এমন এক সীমায় পৌঁছবে, যা প্রভু তাদের অতিক্রম করতে দবেনে না, এবং তারা শথিবয়ে যেন যহিবোর সহনশীলতারও একটি সীমা আছে।

পররে যেন দৃশ্যটি আমার সামনে এল, তা ছিল আগুন লাগার সংকতে। লোকরো উঁচু এবং কথতিভাবে অগ্নিরোধক ভবনগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল: 'এগুলো সম্পূর্ণ নরিপদ।' কনিতু এই ভবনগুলো এমনভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে, যেন সগুলো পচি দ্বি়ে তৈরি। দমকলরে গাড়িগুলো ধ্বংস ঠকোতে কচ্ছিই করতে পারল না। দমকলকর্মীরা যন্ত্রগুলো চালাতে পারল না।

আমাকে নরিদশে দেওয়া হয়েছে যেন প্রভুর সময় এলে, যদি অহংকারী, উচ্চাভিলাষী মানুষরে হৃদয়ে কোনো পরবির্তন না ঘটেনে, তবে মানুষ বুঝবে যেন যেন হাত রক্ষা করতে শক্তিশালী ছিল, সটাই ধ্বংস করতেও শক্তিশালী হবে। পার্থবি কোনো শক্তি ঈশ্বররে হাতকে থামাতে পারে না। ভবন নরিমাণে এমন কোনো নরিমাণসামগ্রী নহে যা ঈশ্বররে নরিধারতি সময়ে, তাঁর বধিনরে প্রত মানুষরে অবহলো ও তাদের স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য শাস্তি প্ররেতি হলে, সেই ভবনগুলোকে ধ্বংসরে হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

সমাজরে বর্তমান অবস্থার অন্তর্নহিত কারণগুলি বোঝানে—এমন মানুষরে সংখ্যা খুব বেশি নয়; এমনকি শিক্শাবদি ও রাষ্ট্রনায়কদেরে মধ্যগে নয়। যারা শাসনরে লাগাম ধরে আছেন, তারা নৈতিকি অবক্ষয়, দারদির্য, নঃস্বতা এবং ক্রমবরধমান অপরাধরে সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম নন। ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরও নরিপদ ভিততিতে স্থাপন করতে তারা নষিফলভাবে সংগ্রাম করছেন। মানুষ যদি ঈশ্বররে বাণীর শিক্শার প্রত আরও গুরুত্ব দতি, তবে যেন সমস্যাগুলো তাদের বভিরান্ত করে, সগুলো সমাধান তারা খুঁজে পতে।

পবত্র শাস্ত্র খরষিটরে দ্বিতীয় আগমনরে ঠকি আগে পৃথিবীর অবস্থার বর্ণনা দেয়। যারা ডাকাতি ও চাঁদাবাজরি মাধ্যমে বপিল ধন-সম্পদ সঞ্চয় করছে, তাদের সম্পরকে লখো আছে: 'তোমরা শেষে দিনরে জন্য ধন-সম্পদ স্তূপ করে জমিয়েছে। দখে, তোমাদেরে ক্ষতরে ফসল কটেছে এমন শ্রমকিদরে মজুরী, যা তোমরা প্রতারণা করে আটকে রেখেছে, তা চৎকার করছে; আর যারা ফসল কটেছে তাদের আরতধ্বনিসিনোবাহনীর প্রভুর কানে পৌঁছেছে। তোমরা পৃথিবীতে ভোগ-বলিসে জীবন কাটিয়েছে এবং লালসায় লপিত

হয়ছে; তোমরা তোমাদের হৃদয়কে জবাইয়ের দিনের মতো পুষ্ট করছে। তোমরা ধার্মিকিকে দোষী সাব্যস্ত করে হত্যা করছে; আর তনিতোমাদের প্রতরোধ করনে না।' যাকোব ৫:৩-৬।

কিন্তু সময়ে দ্রুত পূর্ণ হতে থাকা লক্ষণগুলি যে সতর্কবাণী দিচ্ছে, তা কে পড়ছে? জাগতিক মানুষের মনে তার কী প্রভাব পড়ছে? তাদের মনোভাবের কী পরিবর্তন দেখা যায়? নোহের যুগের পৃথিবীর অধিবাসীদের মনোভবে যতটা দেখা গিয়েছিল, তার বেশে নিয়। পার্থক্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভোগবলাসে নমিগ্ন হয়ে, প্লাবনপূর্ব লোকেরা 'প্লাবন আসা পর্যন্ত তারা জানল না; আর তা এসে তাদের সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গলে।' মথি ২৪:৩৯। তারা স্বর্গপূরণের সতর্কবাণী পেয়েছিল, কিন্তু শুনতে অস্বীকার করছিল। আর আজও বর্ষিষ্টিশ্বরের সতর্কবাণী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শাস্বত ধ্বংসের দিকে ছুটে চলছে।

বর্ষিষ্টি যুদ্ধের চতেনায় আলোড়িত। দানয়িলের একাদশ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় তার সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে। শীঘ্রই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে বর্ণিত বর্ষিষ্টি দৃশ্যাবলি ঘটবে।

গরিজার প্রতীক্ষাবলী, খণ্ড নয়, পৃষ্ঠা এগারো।